তারিখ 12 APR 2013
পৃষ্ঠা ৩ কলাম

১২ লাখ শিক্ষার্থীর জন্য দুর্ভোগ অপেক্ষা করছে

মুশতাক আহমদ

একাদশ শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা এবার সময়মতো পাঠ্যবই পাবে না। ১ জুলাই নতুন শিক্ষাবর্ষ শুরু হচ্ছে। কিন্তু এর মধ্যে জাতীয় শিক্ষানীতির আলোকে নতুন পাঠ্যবই লেখা ও ছাপা কাজ শেষ না হওয়ার জোরালো শংকা তৈরি হয়েছে। এরবাইরে একটি সিন্ডিকেট বইয়ের ছাপা কাজ দখলে নেয়ার নানা কূটকৌশল করছে। যে কারণে নতুন বর্ষে অন্তত ১২ লাখ শিক্ষার্থী ভোগান্তির শিকার হতে হবে। এখানেই শেষ নয়, নির্দিষ্ট দামের দ্বিগুণ-তিনগুণ টাকায় বই কেনা লাগতে পারে তাদের।

ওদিকে নতুন পাঠ্যবই নিয়ে প্রণয়নে দুর্নীতি প্রচেষ্টার অভিযোগ পাওয়া গেছে। নাম প্রকাশ না করে এ ধরনের বই লেখা ও প্রকাশে আগ্রহী একাধিক লেখক ও প্রকাশক জানিয়েছেন, পছন্দের ব্যক্তির দিয়ে কারিকুলাম লিখিয়েছে, তাদের অনেকে নামে-বেনামে বইও লিখেছেন। এমনই একজন কারিকুলাম প্রণেতা বিজ্ঞানের একটি বইয়ের পাণ্ডুলিপি বিক্রি করতে বাংলাবাজারে দালাল পাঠিয়েছিলেন। ওই পাণ্ডুলিপির দাম হাঁকানো হয় ১৬ লাখ টাকা। এ ঘটনা থেকে বাংলাবাজার কেন্দ্রীক প্রকাশকরা আশংকা করছেন, সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞদের অনেকে কারিকুলাম প্রণয়নের সঙ্গে সঙ্গে বইও লিখে ফেলেছেন। অভিযোগ উঠেছে, এ ঘটনার সঙ্গে জাতীয় পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের (এনসিটিবি) দায়িত্বশীল কর্মকর্তারাও জড়িত। তাই, উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের মতো পাঠ্যবই লেখার জন্য যৌক্তিক সময় না দিয়ে বই লেখার বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। এছাড়া গত বছরের ২১ নভেম্বর কারিকুলাম প্রণয়ন সম্পন্ন হয়। কিন্তু প্রায় ৪ মাস এনসিটিবি কারিকুলাম বগলদাবা করে রেখেছে কোন স্বার্থে— সেটাও বড় প্রশ্ন হয়ে দেখা দিয়েছে। সংশ্লিষ্টরা বলছেন, কারিকুলাম প্রণয়নের পরপরই তার পাণ্ডুলিপি আহ্বান করলে অনেক নিখুঁত বই প্রণয়ন সম্ভব হতো।

উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে সরকার বিনামূল্যে বই দেয় না। যেসব বিষয় পড়ানো হয়, তারমধ্যে বাংলা আর ইংরেজি প্রথমপত্র সরকার ছেপে বিক্রি করে। বাকি সব বই বেসরকারিভাবে ছাপা হয়ে থাকে। জানা গেছে, নতুন শিক্ষানীতির আলোকে এবার সরকার উচ্চ মাধ্যমিকে মোট ৩৪টি বই প্রবর্তন করার চিন্তাভাবনা করছে। এরমধ্যে দুটি একেবারেই নতুন পাঠ্য হবে। ওই দুটি হচ্ছে— ট্যুরিজম অ্যান্ড হসপিটালিটি এবং ফিনান্স, ব্যাংকিং ও বীমা। বাকি বিষয়গুলোর মধ্যে বাংলা ও ইংরেজি চারটি পত্র। এছাড়া তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি, পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন, জীববিজ্ঞান, উচ্চতর গণিত,

উচ্চমাধ্যমিকের বই এখনও লেখা ও ছাপা শেষ হয়নি

পরিসংখ্যান, মৃত্তিকা বিজ্ঞান, ইতিহাস, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি, পৌরনীতি ও সুশাসন, অর্থনীতি, যুক্তিবিদ্যা, সমাজবিজ্ঞান, সমাজকর্ম, ভূগোল, ইসলাম শিক্ষা, ব্যবসায় সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা, হিসাববিজ্ঞান, উৎপাদন ব্যবস্থাপনা ও বিপণন, শিশুর বিকাশ, খাদ্য ও পুষ্টি, গৃহ ব্যবস্থাপনা ও পারিবারিক জীবন, লঘু সঙ্গীত, উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত, কৃষি শিক্ষা, মনোবিজ্ঞান, গার্হস্থ্য বিজ্ঞান, শিল্পকলা ও বস্ত্র পরিচ্ছদ। প্রত্যেকটি বিষয়ের একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর জন্য যথাক্রমে প্রথম ও দ্বিতীয়পত্র থাকবে। বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে পরিচালিত দ্বিতীয় মাধ্যমিক শিক্ষাখাত উন্নয়ন প্রকল্পের (এসইএসডিপি) আলোকে সরকার পাঠ্যপুস্তকে নবায়ন করছে। ইতিমধ্যে মাধ্যমিক এবং প্রাথমিকের সব বই এবার শিক্ষার্থীরা নতুন রূপে হাতে পেয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় এসএসসি পরীক্ষা দিয়ে এখন যারা ফলাফলের জন্য অপেক্ষা করছে, তারা নতুন রূপে লেখা পাঠ্যবই পড়বে। জানা গেছে, ৬ মার্চ বিভিন্ন সংবাদপত্রে নতুন পাঠ্য বইয়ের পাণ্ডুলিপি আহ্বান করে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়। বিজ্ঞপ্তি মতে ৭ মার্চ কারিকুলাম বিক্রি শুরু হয়। ৪ এপ্রিল বিক্রি শেষ হয়। পাণ্ডুলিপি জমা দেয়ার শেষ তারিখ ছিল ২৫ এপ্রিল। এ থেকে প্রশ্ন উঠেছে, ২১ দিনের মধ্যে একটি পাঠ্যবই লিখে শেষ করা কি করে সম্ভব? আর এ থেকেই অনেকে বলছেন, এনসিটিবি এবং কারিকুলাম প্রণেতা সিন্ডিকেট বইয়ের পাণ্ডুলিপি তৈরি করে ফেলেছে বলেই এত কম সময় দিয়ে এনসিটিবি বিজ্ঞপ্তি দিয়েছে। কেননা, তারা জানে, এ সময়ের মধ্যে তাহলে তাদেরই পাণ্ডুলিপিগুলো জমা পড়বে। আর এই কারসাজি করতে গিয়েই বিষয়টি প্রকাশ হয়ে পড়ে। নাম প্রকাশ না করে বাংলাবাজারের কয়েকজন প্রকাশক বলেন, কারিকুলামের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পরই একটি দালাল চক্র কারিকুলাম বিক্রির জন্য মাঠে নামে। প্রভাবশালী দুটি প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান ক্রেডিবেও ওইসব কারিকুলাম কিনেছেও। তবে সাধারণ প্রকাশকরা এর বিপক্ষে। তাদের প্রভাবে বাংলাদেশ পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতি এনসিটিবিকে চাপ দেয় সময় বাড়ানোর জন্য। তাদের চাপে সমিতির সভাপতি আলমগীর শিকদার লোটন ও পরিচালক শ্যামল পালসহ কয়েকজন এনসিটিবির বিদায়ী চেয়ারম্যান অধ্যাপক মোস্তফা কামালউদ্দিনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলে ১০ দিন সময় বাড়িয়ে দেয়া হয়। সে হিসেবে আগামী ৫ মে প্রথমপত্রের বইয়ের পাণ্ডুলিপি জমার শেষদিন। আর দ্বিতীয়পত্রের বা দ্বাদশ শ্রেণীর পাণ্ডুলিপি জমার তারিখ ৩ মাস বাড়িয়ে ২৫ এপ্রিলের পরিবর্তে ২৫ জুলাই করা হয়েছে বলে জানা গেছে।

সূত্র জানায়, পাণ্ডুলিপি ৫ মের মধ্যে নেয়া সম্ভব হলেও তারা পুনরায় এনসিটিবিতে তিন সদস্যের কমিটিতে মূল্যায়ন, এরপর অভ্যন্তরীণ মূল্যায়ন, প্রকাশকের তা সংশোধন, ফের তা দুর্ভোগ : পৃষ্ঠা ৭ : কলাম ৬

দুর্ভোগ : ১২ লাখ শিক্ষার্থীর

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

এনসিটিবিতে নিরীক্ষা শেষে ছাপার অনুমতি মিলবে। এই দীর্ঘ প্রক্রিয়ার কারণে ছাপার সময় কম মিলবে। এ অবস্থায় চড়া দামে অনেকটা মনোপলি করে প্রকাশকরা বই বিক্রি করবেন। ফলে শিক্ষার্থীদের মধ্যে নতুন বইয়ের হাহাকার দেখা দেবে।

অভিযোগ উঠেছে, এনসিটিবির একটি চক্র বিষয়প্রতি ৩ থেকে ৫টি করে অনুমোদন দেয়ার পাঁয়তারা করছেন। কিন্তু এটি করা হলে শিক্ষার্থীরা 'মনোপলি' (একচেটিয়া) ব্যবসার শিকার হবেন। এছাড়া সিন্ডিকেটের বই অনুমোদন পাওয়ার আশংকাও করছেন অনেকে। তাই লেখক-প্রকাশকরা তাদের বই অনুমোদন পাবে কিনা দুশ্চিন্তায় রয়েছেন। সংশ্লিষ্টরা বলছেন, পাণ্ডুলিপি লেখার কারিকুলাম বিক্রির নামেও এনসিটিবি বাণিজ্য করছে। আগে এর দাম বিষয়প্রতি ৩শ' টাকা থাকলেও এবার নেয়া হচ্ছে ১ হাজার টাকা।

এসইএসডিপির সঙ্গে কারিকুলাম প্রণয়নে দায়িত্ব পালনকারী অধ্যাপক জাকির হোসেনের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি জানান, পাণ্ডুলিপি প্রণয়নের দায়িত্ব এনসিটিবির, তাদের নয়। এ ব্যাপারে তারা কিছুই জানেন না। তিনি বলেন, নতুন পাণ্ডুলিপি করা হয়েছে সময়কে সামনে রেখে। শিক্ষার্থীরা বছরে যে ক'দিন সময় ক্লাস করতে পারবে, সে ক'টা পাঠ থাকবে। এছাড়া আগে অনেক বিষয় মাধ্যমিকের সঙ্গে 'ওভারল্যাপিং' (পুনরায় পাঠ) ছিল, তা এখন থাকবে না। বই হবে সৃজনশীল চর্চার অনুকূলে। ফলে মুখস্থ বিদ্যা এতে নিরুৎসাহিত হবে।

ব্যাপারে বলেন, মন্ত্রণালয়ে এটা অনুমোদন নিতে হয়েছে। সেখানে বিলম্বের কারণে এমনটি হয়। কিন্তু তারা কোন বিলম্ব করেননি। বরং পাণ্ডুলিপি আহ্বানের বিজ্ঞপ্তি তৈরি করে রাখা হয়েছিল। মন্ত্রণালয়ে অনুমোদন পেয়েছে— মোবাইল ফোনে এ খবর পেয়েই তা (বিজ্ঞপ্তি) স্বাক্ষর করে পত্রিকায় প্রকাশের জন্য পাঠানো হয়। এতো কম সময়ে ভালো বই লেখা সম্ভব কি-না, আর বই ছাপায় বিলম্ব হবে কি-না— এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, আসলে যারা প্রকৃত লেখক তারা আগেই বই লিখে ফেলেছেন। কেবল বিজ্ঞপ্তির জন্য অপেক্ষা করছিলেন। সুতরাং ভালো বই না হওয়ার সুযোগ নেই।

এনসিটিবি সচিব রুহুল গোলাম মৌলিকের কাছে জানতে চাইলে তিনি বলেন, 'আশা করছি শিক্ষার্থীরা সময়মতোই বই পাবে। সব কাজ সময়মতোই শেষ হবে।

পাঠ্যবইয়ের ব্যাপারে দায়িত্বপ্রাপ্ত এনসিটিবির ঊর্ধ্বতন বিশেষজ্ঞ প্রীতি কুমার সরকারের কাছে জানতে চাইলে বলেন, ব্যক্তি এবং প্রতিষ্ঠান উভয় পক্ষ থেকেই তারা পাণ্ডুলিপি নিচ্ছেন। পাণ্ডুলিপির দামের ব্যাপারটি তার কাছে ইতিবাচক মনে হয়নি বলে উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, কারিকুলামের বিশেষত্ব হচ্ছে কোন সিলেবাস থাকবে না বাংলা ও ইংরেজি ছাড়া। গোটা বই-ই হবে সিলেবাস। কারিকুলাম প্রণেতাদের বই লেখার কোন সুযোগ নেই। এ ধরনের কোন ঘটনাও তাদের জানা নেই। তবে এটা ঠিক দু'একজন কারিকুলাম প্রণেতা ৮ থেকে ১০ এপ্রিলের লেখক ওয়ার্কশপেও যোগ দিয়েছেন, যেখানে তাদের যোগ দেয়ার কথা নয়। কম সংখ্যক বই অনুমোদন দেয়ার অভিযোগের ব্যাপারে বলেন, শিক্ষার্থীর অনুপাতে বইয়ের সংখ্যা অনুমোদন হয়। যে বিষয়ের পাঠক বেশি, তার অনুমোদনও বেশি হবে। কম সময় দিয়ে পাণ্ডুলিপি আহ্বানের